তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক সংবাদ
তারিখ 27 OCT 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য অনুষদ খুলুন

আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আসনসংখ্যা স্বল্পতার কারণে উচ্চ শিক্ষার পথ এমনিতেই সীমিত। ফলে ছাত্রছাত্রীদের তীব্র ভর্তি প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। অথচ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বাণিজ্য অনুষদ' নামে কোন অনুষদই নেই। এমনিতেই বাণিজ্য অনুষদে বিভাগের সংখ্যা অন্যান্য অনুষদের তুলনায় খুবই কম। মাত্র ৪টি, যথা-(১)হিসাব বিজ্ঞান, (২) ব্যবস্থাপনা, (৩) ফিন্যান্স ও (৪) মার্কেটিং। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সহ কলেজগুলোতেও এ অনুষদে ফিন্যান্স ও মার্কেটিং বলে কোন বিভাগ নেই। তাই স্বভাবতই মনে হয়, বাণিজ্য শিক্ষা যেন উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার।

অতএব, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের আবেদন--এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদ খুলে ছাত্রছাত্রীদের বাণিজ্যের ওপর উচ্চ শিক্ষার পথ প্রসারিত করুন এবং তাতে ভর্তি সমস্যাও কিছুটা লাঘব হবে।

সনজিৎ কুমার দত্ত (খোকন)
৩য় বর্ষ (সম্মান),
হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

অবিলম্বে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করুন

ময়মনসিংহে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করার নির্দিষ্ট তারিখের পর আজ প্রায় দু'মাস অতিবাহিত হতে যাচ্ছে ; তবুও ফলাফল প্রকাশ করা হচ্ছে না। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা জানান যে,ভর্তি পরীক্ষায় বিভিন্ন উপায়ে কিছু দুর্নীতি করা হয়েছে। ফলে সাধারণ ছাত্রদের মনে অসন্তোষের সৃষ্টি হওয়ায় দুর্নীতি তদন্তের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং ফলাফল প্রকাশে দেরী হচ্ছে। কিন্তু এই তদন্ত কমিটি এতদিনেও তাঁদের তদন্তের রিপোর্ট পেশ করতে পারছেন না। কেন? তবে কি কিছুই হচ্ছে না?

অতএব, কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন, তদন্ত কমিটির সহায়তায় অবিলম্বে দুর্নীতিমুক্তভাবে ফল প্রকাশ করুন।

মোঃ আনোয়ারুল কুদ্দুস
১ম বর্ষ (রসায়ন)
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মেডিক্যাল কলেজগুলোর টার্ম পরীক্ষায় অসঙ্গতি

বাংলাদেশে ৮টি মেডিক্যাল কলেজ আছে। এগুলো স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ হইলেও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এগুলোর পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এইসব মেডিক্যাল কলেজে তিনটি টার্মে পরীক্ষা হয়ে থাকে। যেমন মে,সেপ্টেম্বর ও জানুয়ারী। নিয়মানুযায়ী কোন টার্মের পরীক্ষা সে মাসেই আরম্ভ করিতে হয়। যদি তা সে মাসে সম্ভবপর না হয় তবে ছাত্র ছাত্রীদিগকে সেই টার্মলস দিয়া পরবর্তী টার্মে পরীক্ষা দিতে হয়। ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ মেডিক্যাল কলেজগুলিতে এই নিয়ম চালু থাকিলেও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ রাজশাহী ও রংপুর মেডিক্যাল কলেজে এই নিয়ম মানিয়া চলা হয় না। প্রায়ই দেখা যায়, এই দুইটা মেডিক্যাল কলেজে কোন টার্মের পরীক্ষা সেই মাসে তো হয়ই না বরং তা ২/৩ মাস পরও হইতে দেখা যায়। যেমন-১৯৮৭ সালের সেপ্টেম্বর টার্মের পরীক্ষা ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারী ও ১৯৮৮ সালের জানুয়ারী টার্মের পরীক্ষা ১৯৮৮ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত হয়। জানি না ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ মেডিক্যাল কলেজগুলির চেয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ মেডিক্যাল কলেজগুলি কেন বাড়তি এই সুযোগ লাভ করে। সবচেয়ে বড় কথা এই বৈষম্যের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ মেডিক্যালের ছাত্রছাত্রীরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ মেডিক্যাল ছাত্রছাত্রীদের থেকে ১ বছর পিছাইয়া গিয়াছে চাকরির ক্ষেত্রেও এটা দারুণ প্রভাব ফেলে।

সম্প্রতি রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজে ১জন ছাত্রের মৃত্যুকে কেন্দ্র করিয়া ৪ মাস বন্ধ থাকার পর কলেজ ১লা অক্টোবর খুলিয়াছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পরীক্ষার তারিখ দেন ৩০শে নভেম্বর এবং তা মে টার্মের পরীক্ষা। এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাসা --রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় যদি মে টার্মের পরীক্ষা নভেম্বরে নিতে পারে তবে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় কোন টার্মের পরীক্ষা সেই টার্ম থেকে ২।১ মাসে পরে না নিয়া কেন নির্দিষ্ট টার্মে নেয় এবং আমাদের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে? আশা করি কর্তৃপক্ষ বিষয়টা তদারক করিয়া দেখিবেন।

নাহিদ,
রুম নম্বর-১২৩,
প্রধান ছাত্রাবাস,
ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ।

শিক্ষক সমস্যার সমাধান করা হোক

মানুষের দু'টি মৌলিক চাহিদার একটি হচ্ছে বস্ত্র। আমাদের দেশ বস্ত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এ ক্ষেত্রে এ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের উদ্দেশ্যে দক্ষ টেক্সটাইল টেকনোলজিষ্ট গড়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কলেজ অব টেক্সটাইল ইঞ্জিঃ এণ্ড টেকনোলজীর প্রতিষ্ঠা। এ কলেজ দেশের একমাত্র বস্ত্র বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্বেও সরকারী পর্যায়ে এ কলেজের ওপর তেমন গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না। এ কলেজের অন্যতম প্রধান সমস্যা হচ্ছে শিক্ষক সমস্যা। এ কলেজে বর্তমানে একজন অধ্যক্ষ, ৩ জন অধ্যাপক, ২জন সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষকের পদসহ শিক্ষকের অনেকগুলো পদ দীর্ঘদিন যাবৎ খালি পড়ে রয়েছে। কলেজের পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও গণিত বিভাগে ২/৩ জন করে শিক্ষকের প্রয়োজন, অথচ আছেন মাত্র একজন করে। বাংলাদেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেক বছর পাস করে বেরিয়ে যাওয়া মেধাবী ছাত্রদের মধ্য থেকে শিক্ষক নিয়োগের বিধান রয়েছে। কিন্তু এ কলেজে এ ধরনের কোন নিয়ম দেখা যাচ্ছে না। ১৯৮২ সালে এ কলেজে চারজন লেকচারারকে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু অর্ধযুগ পেরিয়ে গেলেও এখনও তাদেরকে স্থায়ী করা হয়নি।

তাই যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের আকুল আবেদন উল্লেখিত শিক্ষকের পদগুলো অনতিবিলম্বে পূরণ করে কলেজে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলা হোক।

মোঃ মাহবুবুল হাসান (পাপ্পু)
১ম বর্ষ বিএসসি টেক (টেক্সটাইল)
বাংলাদেশ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ঢাকা-১২০৮